

প্যারিসের চিঠি
ওয়াসিম খান পলাশ
প্যারিস থেকে

প্যারিসের মেট্রো যেন এক গোলক ধাঁধার চক্র



প্যারিসের মেট্রো নিয়ে কিছু না লিখলে প্যারিস নিয়ে লিখাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে। প্যারিসের অত্যাধুনিক আন্ডার গ্রাউন্ড মেট্রো যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্ব বিখ্যাত। মাকোরশার জালের মতো বিস্তৃত পুরো প্যারিস শহরের আন্ডার গ্রাউন্ড যোগাযোগ ব্যবস্থা। শহরটাকে আপনি একটি বক্স ভাবে পারেন। বক্সের ভিতরটা যেমন ফাকা থাকে, নগরীর নিচটা তেমনি ফাকা। উপরে দালান কোঠা, গাড়ী চলাচলের জন্য প্রশস্ত সব রাস্তা, তেমনি মাটির নিচ দিয়ে চলে মেট্রো, ট্রেন। এই মেগাসিটির উপর দিয়ে যানবাহনের চাপ কমাতে মেট্রো ও আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্যারিসে মেট্রোর মোট ১৬টি লাইন এবং ৫ টি ট্রেন লাইন। ১৬টি মেট্রো, সিটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাকোরশার জালের মতো বিস্তৃত। অনেকটা গোলক ধাধা। মেট্রো গুলো শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলাচল করে। ট্রেন গুলো মূল শহর থেকে দূরে, রেজো পারীজিয়া পর্যন্ত চলাচল করে। এ ধরনের ট্রেন গুলোকে R. E. R বলে। ট্রেনগুলোর শহর অতিক্রমের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ডের গভীরে বিশাল বিশাল স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। প্রধান প্রধান স্টেশনগুলো ৭-১০ তলা পর্যন্ত গভীর। এসব স্টেশন গুলোতে রয়েছে অত্যাধুনিক সব লিফট, সিড়ি, চলমান সিড়ি, মুভিং পথ। আর রয়েছে যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য দিক নির্দেশনা চিহ্ন। যাত্রীরা দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে সঠিক গন্তব্যের পথটি বের করে নিতে পারেন। এসব স্টেশনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগের জন্য রয়েছে প্রসস্ত পাসাজ।

পাসাজগুলো কখনো পায়ে হাঁটার পথ, কোথাও চলমান রাস্তা। বড় বড় স্টেশন গুলোতে রয়েছে একাধিক মেট্রোর সংযোগ। স্টেশনগুলোর প্রতিটি কোনায় সেট করা আছে অত্যাধুনিক ক্যামেরা, আছে বিশেষ ধরনের ইন্টারকম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনি স্টেশনের ভিতর কোনো সমস্যায় পড়লে যেকোনো সময় মেট্রো অথোরিটির সাহায্য নিতে পারেন। বড় বড় স্টেশনগুলোতে আছে ফাষ্ট ফুড থেকে শুরু করে, ক্যাফে বার, তাবা, ফুল, পারফিউমের সপ, স্টুডিও, রেডিমেট কাপড়, জুতা, বিজু প্রভৃতি দোকান।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এখানকার বড় বড় মেট্রো স্টেশন গুলোতে প্রতিদিন ৫ থেকে ৭ লাখ যাত্রী পারাপার হয়।



সারা প্যারিসে ৩৭৫ টি আন্ডার গ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশন আছে। রাস্তা দিয়ে আপনি যে দিকেই দুই মিনিট হাঁটবেন একটি মেট্রো স্টেশন পেয়ে যাবেন। প্রতিটি মেট্রোর প্রবেশ মুখ রাস্তার মুখ ঘেঁষে তৈরী করা। ২১ টি লাইনের করেসপন্ডেন্স গুলো এতটাই জটিল যে স্বয়ং পারীজিয়ানরা হার হামেশাই ডিরেকশন ভুল করে থাকেন। ধরুন আপনি প্যারিস নর্দ থেকে আইফেল টাওয়ার দেখতে যাবেন। আপনাকে টোকাদেরো কিংবা বীর হাকিম স্টেশনে যেতে হবে। এজন্য আপনাকে ৬ বা ৯ নম্বার মেট্রো ধরতে হবে। একবার মেট্রো চেঞ্জ করতে হবে। শুধু মেট্রো চেঞ্জ করলেই হবে না, প্রতিবারই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে কোন ডিরেকশানে আপনি যাচ্ছেন। ডিরেকশন ভুল করলে আপনি পথ হারিয়ে ফেলবেন।

এখানে প্রতিটি করেসপন্ডেন্সেই আপনাকে আন্ডার গ্রাউন্ড দিয়ে অনেক খানি পথ হাঁটতে হবে। কোথাও সিড়ি, কোথাও চলমান সিড়ি, কোথাও আবার লিফট। যে স্টেশনগুলোতে ৩- ৪ টি লাইনের করেসপন্ডেন্সেস সে গুলোতে একটু পর পরই মেট্রো নাম্বার, ডিরেকশান, বোর্ডে পরবর্তী স্টেশন গুলোর নাম দেয়া থাকে। এতে করে যাত্রীরা সহজেই গন্তব্যে চলাচল করতে পারেন। চলাচলের পথগুলো এমন ভাবে করা জ্যাম লাগবেনা কোনো দিনও। প্যারিস নর্দ , লে হাল, গার দো লিওন, ছা লেজার, লা দে ফন্স, উবার, শাল দো গোল এতোয়াল, ন্যাশন, গার দো অস্টালেজ, বেরসি স্টেশন গুলো অত্যাধুনিক। পথচারীদের চলাচলের সুবিধা ও একটু বসে রেষ্ট নেয়ার জন্য এই স্টেশনগুলোতে লিফট, চলমান সিড়ি, যাত্রীদের বসার সুব্যবস্থা, ক্যাফে বার, স্ন্যাক্সের দোকান, আছে রেডিমেট কাপড়ের দোকান, জুতার দোকান, অরনামেন্টসের দোকানও।

নগরীতে বড় বড় ৬ টি স্টেশন আছে যেখান থেকে আন্তর্জাতিক ও ইন্টারসিটি ট্রেনগুলো চলাচল করে। প্যারিস নর্দ, প্যারিস ইস্ট, গার দো লিওন, গার বেরসি, গার দো অস্টালেজ ও মনপারনাস উল্লেখযোগ্য।

মেট্রোগুলো চলে ইলেকট্রিসিটিতে। চাকাগুলো বিচিত্র রকমের। কোনোটা টায়ারের চাকা, কোনটা আবার ট্রেনের চাকার মত। দরজাগুলো ইলেকট্রিক হাইড্রলিক প্রসারে খোলে এবং বন্ধ হয়। চালক আসনে বসেই সবকিছু কন্ট্রল করে থাকেন। বিদ্যুত ব্যবস্থা এতটাই অত্যাধুনিক যে, কোনো অবস্থাতেই এক মুহূর্তের জন্যে বিদ্যুৎ যাবার সম্ভবনা নেই। বায়ু চলাচল ব্যবস্থাও আধুনিক।

১৪ নাম্বার লাইনের মেট্রোটি অত্যাধুনিক। ড্রাইভার বিহীন এই মেট্রো অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পন্ন এবং বেশ নীচ দিয়ে চলাচল করে। এর স্টেশন গুলোও বেশ আধুনিক। ফ্রান্স সরকার একবার প্রতিটি লাইনের মেট্রোকে ড্রাইভার বিহীন অটো করার পরিকল্পনা করেছিলেন , স্টেশনগুলো

ক্লিনিংয়ের জন্য রোবট ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এতে করে অনেক দক্ষ লোক বেকার হওয়ার আশঙ্কায় এ পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন আপাতত।

প্যারিস শহরটি সেন নদী দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত। এই নদীর নীচ দিয়েও মেট্রো, ট্রেন চলাচল করে। ট্রেন গুলো এক তলা, দ্বোতলা। প্যারিসের মেট্রোর যে জিনিষটি প্রতিনিয়তই চোখে পড়ে সেটি হলো রংবেরংয়ের চোখ ধাঁধানো সব পোষ্টার। প্রতিটি মেট্রো স্টেশনের দুই ধারের দেয়ালে দেখা যায় এই পোষ্টারগুলো। বিশ্বের নামী- দামী কোম্পানীগুলো প্রতিনিয়তই তাদের সামগ্রী নিয়ে হাজির হচ্ছে এই সব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

প্যারিসের মেট্রোর সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন আর এ টি পি নামের একটি সংস্থা। এদের রয়েছে নিজস্ব প্রশাসন, টেকনিশিয়ান, সিকিউরিটি বাহিনী, কন্টোলার, ক্লিনিং টিম ইত্যাদি।

প্যারিসের মেট্রো সবার কাছে এক গোলক ধাঁধা। বিদেশি পর্যটক, এমনকি ফরাসীরাও যারা দূরের কোনো প্রতিশ্বে বসবাস করেন, একটি বারার জন্যে হলেও আসেন প্যারিসের মেট্রোতে ঘুড়ে বেড়াতে। প্যারিসের মেট্রো যেন এই স্বপ্নীল সিটিকে যেন আরো স্বপ্নময় করে তুলেছে। ঠিক পাশাপাশি এই এর সাবওয়েই অনেক ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয়ের জায়গা এখন। এই ছিন্নমূলদের প্রায়ই এদিক ওদিক পায়চারী করতে দেখা যায়। এটা যেন কেমন এক বাস্তবতা।

ওয়াসিম খান পলাশ
প্যারিস থেকে

Khabor Dot Com